সংগঠন নিবন্ধন আইন, ১৮৬০

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

ধারাসমূহ

১। সংঘস্মারক দ্বারা গঠিত সংগঠন ও নিবন্ধন।

২। সংঘস্মারক।

৩। সংগঠন নিবন্ধন।

৩ক। নিবন্ধককে ফি পরিশোধ।

৪। পরিচালনা সংস্থার বার্ষিক তালিকা দাখিল।

৫। সংগঠনের সম্পত্তি কীভাবে ন্যস্ত হইবে।

৬। সংগঠন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে মামলা।

৭। মামলা বতিল না হওয়া।

৮। সংগঠনের বিরুদ্ধে রায় কার্যকর করা।

৯। উপ-আইনের অধীন অর্জিত জরিমানা আদায়।

১০। অপরিচিত ব্যক্তি হিসাবে সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের।

সফল বিবাদী কর্তৃক মামলার খরচ আদায়।

১১। অপরাধের দায়ে দোষী সদস্য অপরিচিত ব্যক্তি হিসাবে শাস্তিযোগ্য হইবেন।

১২। সংগঠনসমূহ উহাদের উদ্দ্যেশ্যসমূহ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংকোচন করিতে পারিবে।

১৩। সংগঠনসমূহের বিলুপ্তি ও উহাদের বিষয়াবলির নিষ্পত্তির বিধান।

সম্মতি প্রয়োজন।

সরকারের সম্মতি।

১৪। বিলুপ্তির পর কোনো সদস্য কোনো মুনাফা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

এই দফা যৌথ মূলধনী কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১৫। সদস্যের সংজ্ঞা।

অযোগ্য সদস্য।

১৬। পরিচালনা পর্ষদের সংজ্ঞা।

১৭। এই আইনের পূর্বে গঠিত সংগঠনের নিবন্ধন।

সম্মতি প্রয়োজন হইবে।

১৮। এইরূপ সংগঠনকে যৌথ মূলধনী কোম্পানির নিবন্ধকের নিকট স্মারক, ইত্যাদি দাখিল করিতে হইবে।

১৯। দলিল পরিদর্শন

সত্যায়িত প্রতিলিপি।

২০। যে সকল সংগঠনের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে।

সংগঠন নিবন্ধন আইন, ১৮৬০

১৮৬০ সনের ২১নং আইন

[২১শে মে, ১৮৬০]

সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দাতব্য সংগঠন নিবন্ধনকল্পে প্রণীত আইন।

প্রস্তাবনা।- যেহেতু সাহিত্য, বিজ্ঞান, বা চারুকলার উন্নয়নের জন্য, অথবা ব্যবহার্য জ্ঞান বিতরণ, রাজনৈতিক শিক্ষা বিতরণের জন্য অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যে স্থাপিত সংগঠনসমূহের আইনগত অবস্থা উন্নয়নের জন্য বিধান করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংঘস্মারক দ্বারা গঠিত সংগঠন ও নিবন্ধন।-** যে কোনো সাতজন বা ততোধিক ব্যক্তি সাহিত্য, বিজ্ঞান বা দাতব্য উদ্দেশ্যে, অথবা ধারা ২০ এ বিধৃত কোনো উদ্দেশ্যে, সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের নাম কোনো সংঘ স্মারকে স্বাক্ষর করিয়া এবং উহা যৌথ মূলধন কোম্পানিসমূহের নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিয়া এই আইনের অধীন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

২। **সংঘ স্মারক।-** সংঘ স্মারকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিবে (অর্থাৎ)-

সংগঠনের নাম:

সংগঠনের উদ্দেশ্যসমূহ:

গভর্নর, পরিষদ, পরিচালক, কমিটি বা অন্যান্য পরিচালনা পর্ষদের নাম, ঠিকানা ও পেশা, যাহাদের উপর, সংগঠনের বিধি দ্বারা উহার বিষয়াবলি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে।

সংঘ স্মারকের সহিত পরিচালনা পর্ষদের অন্যূন তিনজন সদস্য দ্বারা সঠিক অনুলিপি বলিয়া সত্যায়িত সংগঠনের বিধি ও প্রবিধানের একটি অনুলিপি দাখিল করিতে হইবে।

[১][৩। **সংগঠন নিবন্ধন।-** ধারা ২ এর অধীন স্মারক ও সংগঠনের বিধি ও প্রবিধানের সত্যায়িত অনুলিপি দাখিলের পর, নিবন্ধক লিখিতভাবে এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবেন যে, সংগঠনটি এই আইনের অধীন নিবন্ধিত হইয়াছে।

৩ক। **নিবন্ধককে ফি পরিশোধ।-** সংগঠনের নিবন্ধন এবং এই আইনের তফসিলে উল্লিখিত বিষয়াবলির জন্য নিবন্ধককে উক্ত তফসিলে উল্লিখিত ফি বা সরকার যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপ কম ফি পরিশোধ করিতে হইবে।]

৪। **পরিচালনা পর্ষদের বার্ষিক তালিকা দাখিল।-** প্রত্যেক বৎসর একবার, সংগঠনের বিধি ও প্রবিধান অনুসারে সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের চৌদ্দতম দিনে বা পূর্বে, অথবা যেক্ষেত্রে সংগঠনের বিধি ও প্রবিধানে বার্ষিক সাধারণ সভার বিধান নাই, সেইক্ষেত্রে জানুয়ারি মাসে, উক্ত সময়ে সংগঠনের বিষয়াবলি পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত গভর্নরবৃন্দ, পরিষদ, পরিচালকবৃন্দ, কমিটি বা অন্যান্য পরিচালনা পর্ষদের নাম, ঠিকানা ও পেশার তালিকা যৌথ মূলধন কোম্পানিসমূহের নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৫। **সংগঠনের সম্পত্তি কীভাবে ন্যস্ত হইবে।-** এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো সংগঠনের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যদি ট্রাস্টিগণের উপর ন্যস্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপাতত উক্ত সংগঠনের পরিচালনা পর্ষদের

---

[১] ধারা ৩ এর পরিবর্তে ধারা ৩ ও ৩ক সংগঠন নিবন্ধন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৩৩নং অধ্যাদেশ) এর ২ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

উপর ন্যস্ত হইবে, এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি সকল মামলায় উক্ত সম্পত্তিকে এইরূপ সংগঠনের পরিচালনা পর্ষদের, তাহাদের যথাযথ পদবিতে, বলিয়া বর্ণনা করা যাইবে।

৬। **সংগঠন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে মামলা।-** এই আইনের অধীন প্রত্যেক নিবন্ধিত সংগঠন, উহার বিধি ও প্রবিধান দ্বারা যেভাবে নির্ধারিত হইবে সেইভাবে, উহার সভাপতি, চেয়ারম্যান, বা মুখ্যসচিব, বা ট্রাস্টির নামে, এবং উক্তরূপে নির্ধারিত না থাকিলে ঘটনার জন্য পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তির নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা উহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিচালনা পর্ষদের নিকট আবেদন করিবার পর অন্য কোনো ব্যক্তিকে বিবাদী হিসাবে মনোনীত করা না হইলে সংগঠনের বিরুদ্ধে দাবী বা পাওনা রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তির জন্য উহার সভাপতি বা চেয়ারম্যান, বা মুখ্যসচিব, বা ট্রাস্টির বিরুদ্ধে মামলা করা যথাযথ হইবে।

৭। **মামলা বতিল (abate) না হওয়া।-** দেওয়ানি আদালতে দায়েরকৃত কোনো মামলা বা কার্যধারা যে ব্যক্তি কর্তৃক বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির মৃত্যু বা যে বৈশিষ্টের ভিত্তিতে তিনি মামলা দায়ের করিয়াছিলেন বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছিল সেই বৈশিষ্ট্য অবলুপ্তির কারণে উক্ত মামলা বা কার্যধারা বাতিল বা বন্ধ করা যাইবে না, বরং উক্ত ব্যক্তির উত্তরাধীকারীর নামে উক্ত মামলা বা কার্যধরা চলমান থাকিবে।

৮। **সংগঠনের বিরুদ্ধে রায় কার্যকর করা।-** সংগঠনের পক্ষে কোনো ব্যক্তি বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো পাওনার রায় প্রদান করা হইলে, উক্ত রায় উক্তরূপ ব্যক্তি বা কর্মকর্তার স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা উক্তরূপ ব্যক্তি বা কর্মকর্তার সমষ্টিগণের বিরুদ্ধে কার্যকর করা যাইবে না, কিন্তু সংগঠনের সম্পত্তির বিরুদ্ধে করা যাইবে।

রায় কার্যকর করিবার জন্য আবেদনপত্রে কেবল সংগঠনের পক্ষে বা, ক্ষেত্রমত, বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলার প্রেক্ষিতে যে পক্ষের বিরুদ্ধে পাওনা আদায় করা হইবে উহা এবং সংগঠনের সম্পত্তির বিরুদ্ধে রায় কার্যকর করিবার বিষয়টি উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং রায় সংযুক্ত করিতে হইবে।

৯। **উপ-আইনের অধীন অর্জিত জরিমানা আদায়।-** যেক্ষেত্রে সংগঠনের বিধি ও প্রবিধান অনুসারে যথাযথভাবে প্রণীত উপ-আইন দ্বারা, অথবা যেক্ষেত্রে বিধিতে এইরূপ উপ-আইন প্রণয়নের বিধান না থাকে সেইক্ষেত্রে উক্ত উদ্দ্যেশ্যে সংগঠনের সদস্যদের সাধারণ সভায় গৃহীত উপ-আইন দ্বারা (যাহা গৃহীত হইবার জন্য উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যদের তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হইবে), সংগঠনের কোনো বিধি বা উপ-আইন লঙ্ঘনের জন্য কোনো আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হইলে, উক্ত জরিমানা যখন অর্জিত হইবে, বিবাদী যে স্থানে বসবাস করেন, বা সংগঠন যে স্থানে অবস্থিত, পরিচালনা পর্ষদের নিকট যাহা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে সে স্থানের এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতের মাধ্যমে আদায় করা যাইবে।

১০। **অপরিচিত ব্যক্তি হিসাবে সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের।-** কোনো সদস্য যিনি সংগঠনের বিধি অনুযায়ী চাঁদা প্রদানে বাধ্য এইরূপ চাঁদা প্রদান করিতে অনাদায়ী হন, অথবা যিনি উক্ত বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে বা সময়ের জন্য সংগঠনের সম্পত্তি নিজ দখলে রাখেন বা আটক রাখেন, বা সংগঠনের সম্পত্তি ধ্বংস বা ক্ষতি করেন, তাহা হইলে পরবর্তী বিধানসমূহে বিধৃত পদ্ধতিতে উক্তরূপ অনাদায়ী অর্থের জন্য বা উক্তরূপ সম্পত্তি আটক, ক্ষতি বা ধ্বংসের ফলে উদ্ভূত ক্ষতির জন্য তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

সফল বিবাদী কর্তৃক মামলার খরচ পুনরুদ্ধার।- কিন্তু সংগঠনের উদ্যোগে দায়েরকৃত কোনো মামলা বা কার্যধারায় যদি বিবাদী কৃতকার্য হন, এবং তাহার খরচ আদায়ের রায় প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তিনি যে কর্মকর্তার নামে মামলা দায়ের করা হইয়াছিল সেই কর্মকর্তার নিকট হইতে, বা সংগঠনের নিকট হইতে খরচ আদায় করিতে পারিবেন, এবং শেষের ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে সংগঠনের সম্পত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১১। **অপরাধের দায়ে দোষী সদস্য অপরিচিত ব্যক্তি হিসাবে শাস্তিযোগ্য হইবেন।-** সংগঠনের কোনো সদস্য যদি এইরূপ সংগঠনের কোনো অর্থ বা অন্যান্য সম্পত্তি চুরি করেন, অপহরণ করেন বা তছরুফ করেন, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অসদুদ্দ্যেশ্যে সম্পত্তি ধ্বংস বা ক্ষতি করেন, অথবা কোনো দলিল, বন্ড, অর্থের নিরাপত্তা জামানত,

রশিদ, বা অন্যান্য দলিল জালিয়াতির মাধ্যমে সংগঠনের তহবিলকে ক্ষতির মুখে ফেলেন, তাহা হইলে তিনি একই মামলার অধীন হইবেন, এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি সদস্য না হইলে যেভাবে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইত সেইভাবে মামলা দায়ের ও শাস্তি প্রদান করা যাইবে।

১২। **সংগঠনসমূহ উহাদের উদ্দ্যেশ্যসমূহ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংকোচন করিতে পারিবে।-** (ক) এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো সংগঠনের পরিচালনা পর্ষদের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, উহা যে বিশেষ উদ্দেশ্যে বা উদ্দেশ্যসমূহের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল, উক্ত উদ্দেশ্য বা এই আইনের অধীন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংকোচন করা প্রয়োজন, বা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে অপর কোনো সংগঠনের সহিত একীভুত করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত পরিচালনা পর্ষদ লিখিতভাবে বা মুদ্রিতভাবে সংগঠনের সদস্যগণের নিকট প্রস্তাব পেশ করিবে এবং সংগঠনের প্রবিধান অনুসারে উহা বিবেচনার জন্য বিশেষ সভা আহ্বান করিবে;

কিন্তু উক্তরূপ প্রস্তাব কার্যকর হইবে না, যদি না বিশেষ সভা অনুষ্ঠানের দশ দিন পূর্বে সরাসরি বা ডাকযোগে সংগঠনের সদস্যগণের নিকট উক্তরূপ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়, এবং যদি না উক্তরূপ প্রতিবেদন যে সকল সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাদের তিন-পঞ্চমাংশ সদস্য ভোট বা প্রক্সির মাধ্যমে সম্মত হয়, এবং প্রথম সভা অনুষ্ঠানের এক মাস বিরতির পর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক আহূত দ্বিতীয় বিশেষ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তিন-পঞ্চমাংশ কর্তৃক উহা অনুমোদিত হয়।

[১][(খ) এইরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংকোচন বা, ক্ষেত্রমত, একীভুতকরণ অথবা সংগঠনের পরিচালকগণ, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ বা সংগঠনের অন্য কোনো সংস্থার নাম, ঠিকানা বা তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে উক্তরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা একীভুতকরণ বা সংশোধন হইবার একুশ দিনের মধ্যে নিবন্ধককে রেকর্ড লিপিবদ্ধের জন্য অবহিত করিতে হইবে।]

১৩। **সংগঠনসমূহের বিলুপ্তি ও উহাদের বিষয়াবলির নিষ্পত্তির বিধান।-** যদি কোনো সংগঠনের কমপক্ষে তিন-পঞ্চমাংশ সদস্য উহার বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা হইলে উহা তাৎক্ষণিকভাবে, বা যে সময়ে উহা বিলুপ্ত হইবে বলিয়া সম্মত হয় সেই সময়ে, বিলুপ্ত হইবে, এবং সংগঠনের বিধি অনুযায়ী, যদি থাকে, এবং বিধি না থাকিলে পরিচালনা পর্ষদ যেরূপ সমীচীন মনে করিবে সেইরূপে সংগঠনের সম্পত্তি, উহার দাবী এবং দায়সমূহের নিষ্পত্তি ও আপোষ মীমাংসা হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, পরিচালনা পর্ষদ বা সংগঠনের সদস্যগণের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে উহার বিষয়াবলি নিষ্পত্তির বিষয়টি সংগঠনের মূল ইমারত যেখানে অবস্থিত সেই জেলার আদি এখতিয়ার সম্পন্ন প্রধান আদালতে প্রেরণ করা যাইবে; এবং আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

সম্মতি প্রয়োজন।- তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সংগঠন বিলুপ্ত হইবে না, যদি না উহার তিন-পঞ্চমাংশ সদস্য এতদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় ব্যক্তিগতভাবে ভোটের মাধ্যমে বা প্রক্সির মাধ্যমে উক্তরূপ বিলুপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন:

সরকারের সম্মতি।- তবে শর্ত থাকে যে, [২][যেক্ষেত্রে সরকার] এই আইনের অধীন নিবন্ধিত সংগঠনের সদস্য, বা চাঁদা প্রদানকারী, বা অন্য কোনোভাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয়, তাহা হইলে [৩][***] সরকারের সম্মতি ব্যতীত উক্তরূপ সংগঠন বিলুপ্ত হইবে না।

১৪। **বিলুপ্তির পর কোনো সদস্য কোনো মুনাফা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।-** এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো সংগঠন বিলুপ্তির পর উহার সকল ঋণ ও দায় মিটাইবার পর যে সম্পত্তিই অবশিষ্ট থাকুক না কেন, উহা উক্ত সংগঠনের সদস্যগণের মধ্যে বা তাহাদের কাহাকেও প্রদান বা বণ্টন করা যাইবে না, কিন্তু বিলুপ্তির সময় উপস্থিত

---

১ দফাটি সংগঠন নিবন্ধন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৩৩নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারা দ্বারা সংযোজিত।

২ "যেক্ষেত্রে কোনো সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "যেক্ষেত্রে সরকার" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "নিবন্ধনের প্রদেশ" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

সদস্যগণের তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যের ব্যক্তিগত বা প্রক্সি ভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত, বা এইরূপে নির্ধারিত না হইলে, পূর্বোক্ত আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সংগঠনকে প্রদান করিতে হইবে:

এই দফা যৌথ মূলধনী কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।- তবে শর্ত থাকে যে, শেয়ার হোল্ডারগণের চাঁদা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত যৌথ মূলধনী কোম্পানি প্রকৃতির সংগঠনের ক্ষেত্রে এই দফা প্রযোজ্য হইবে না।

১৫। **সদস্যের সংজ্ঞা।-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংগঠনের সদস্য এমন ব্যক্তি হইবেন যিনি উহার বিধি ও প্রবিধান অনুসারে উহার সদস্য হইয়া চাঁদা প্রদান করেন বা উহার সদস্যের ক্রম বা সদস্যের তালিকা স্বাক্ষর করেন, এবং উক্তরূপ বিধি ও প্রবিধান অনুসারে পদত্যাগ করেন নাই;

অযোগ্য সদস্য।- কিন্তু কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারায় ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না বা তাহাকে সদস্য হিসাবে গণনা করা হইবে না যদি তাহার নিকট তিন মাসের অধিক চাঁদা বকেয়া থাকে।

১৬। **পরিচালনা পর্ষদের সংজ্ঞা।-** কোনো সংগঠনের পরিচালনা পর্ষদ হইবে উহার গভর্নরবৃন্দ, পরিষদ, পরিচালকবৃন্দ, কমিটি, ট্রস্টি বা অন্যান্য সংস্থা যাহার উপর সংগঠনের বিধি ও প্রবিধান অনুসারে উহার কার্যাবলি পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে।

১৭। **এই আইনের পূর্বে গঠিত সংগঠনের নিবন্ধন।-** সাহিত্য, বিজ্ঞান বা দাতব্য উদ্দেশ্যে স্থাপিত, এবং ১৮৫০ সনের ৪৩নং আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি বা সংগঠন, বা এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে উক্তরূপ স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত উক্তরূপ কোনো সংগঠন কিন্তু ১৮৫০ সনের ৪৩নং আইনের অধীন নিবন্ধিত হয় নাই, উহা এই আইনের অধীন সংগঠন হিসাবে যে কোনো সময় নিবন্ধিত হইতে পারিবে;

সম্মতি প্রয়োজন হইবে।- তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোনো কোম্পানি বা সংগঠন এই আইনের অধীন নিবন্ধিত হইবে না যদি না পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে আহূত সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যের ব্যক্তিগত বা প্রক্সি ভোটের মাধ্যমে নিবন্ধনের বিষয়ে সম্মতি থাকে।

১৮৫০ সনের ৪৩নং আইনের অধীন নিবন্ধিত কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালকগণ উক্তরূপ পরিচালনা পর্ষদ বলিয়া গণ্য হইবে।

উক্তরূপে সংগঠন নিবন্ধিত না হইলে এবং সংগঠন প্রতিষ্ঠার সময় উক্তরূপ কোনো সংস্থা গঠন করা না হইলে, যথাযথ নোটিশ প্রদান করিয়া উহার সদস্যগণ তখন হইতে সংগঠনের পক্ষে কাজ করিবার জন্য উহার পরিচালনা পর্ষদ গঠন করিতে পারিবে।

১৮। **এইরূপ সংগঠনকে যৌথ মূলধনী কোম্পানির নিবন্ধকের নিকট স্মারক, ইত্যাদি দাখিল করিতে হইবে।-** পূর্বোক্ত ধারায় উল্লিখিত সংগঠনকে এই আইনের অধীন নিবন্ধন পাইবার জন্য পরিচালনা পর্ষদকে যৌথ মূলধনী কোম্পানির নিবন্ধকের নিকট ধারা ২ এ বিধৃতমতে সংগঠনের সত্যায়িত বিধি ও প্রবিধানের একটি অনুলিপিসহ সংগঠনের নাম, সংগঠনের উদ্দেশ্য, এবং পরিচালনা পর্ষদের নাম, ঠিকানা ও পেশা সম্বলিত স্মারক, এবং যে সভায় নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে উহার কার্যবিবরণীর প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি দাখিল করা যথেষ্ট হইবে।

[১][১৯। **দলিল পরিদর্শন, সত্যায়িত প্রতিলিপি।-** যে কোনো ব্যক্তি এতদুদ্দেশ্যে এই আইনের তফসিলে উল্লিখিত ফি অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত তদপেক্ষা কম ফি প্রদান করিয়া এই আইনের অধীন নিবন্ধকের নিকট দাখিলকৃত সকল নথি পরিদর্শন করিতে পারিবেন, বা নিবন্ধক কর্তৃক সত্যায়িত কোনো দলিলের অনুলিপি বা সার-সংক্ষেপ চাহিতে পারিবেন।]

[১] ধারা ১৯ এর পরিবর্তে ধারা ১৯ সংগঠন নিবন্ধন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৩৩নং অধ্যাদেশ) এর ৪ ধারা দ্বারা প্রতাস্থাপিত।

২০। **যে সকল সংগঠনের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে।-** নিম্নবর্ণিত সংগঠনসমূহ এই আইনের অধীন নিবন্ধন করা যাইবে:-

দাতব্য সংগঠন, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা চারুকলা উন্নয়নের জন্য, ব্যবহার্য জ্ঞানের শিক্ষা বিতরণের জন্য, রাজনৈতিক শিক্ষা বিতরণের জন্য, সদস্যগণের সাধারণ ব্যবহারের জন্য বা সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত পাঠাগার বা পড়ার কক্ষ প্রতিষ্ঠা বা রক্ষণাবেক্ষণ করা, বা গণ জাদুঘর এবং চিত্র ও কাজ বা চারুকলার গ্যালারি, প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা, যান্ত্রিক ও দার্শনিক উদ্ভাবন, উপকরণ বা ডিজাইন।

[১][তফসিল

[ধারা ৩ক ও ১৯ দ্রষ্টব্য]

নিবন্ধককে প্রদেয় ফি

১।	সংগঠন নিবন্ধনের জন্য	১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা
২।	নিবন্ধকের নিকট স্মারক দাখিল ব্যতীত এই আইন দ্বারা অত্যাবশ্যকীয় বা অনুমোদিত কোনো দলিল দাখিলের জন্য	৪০০.০০ (চারশত) টাকা
৩।	দলিল পরিদর্শনের জন্য	২০০.০০ (দুইশত) টাকা
৪।	নিগমবদ্ধকরণ সনদের অনুলিপির জন্য	২০০.০০ (দুইশত) টাকা
৫।	দলিলের অনুলিপির জন্য	প্রতি একশত শব্দ বা উহার অংশের জন্য ১০.০০ (দশ) টাকা, তবে প্রত্যেক দলিলের জন্য কমপক্ষে ২০০.০০ (দুইশত) টাকা।
৬।	দলিল তুলনার জন্য	প্রতি একশত শব্দ বা উহার অংশের জন্য ১০.০০ (দশ) টাকা, তবে প্রত্যেক দলিলের জন্য কমপক্ষে ২০০.০০ (দুইশত) টাকা।]
৭।	সংগঠনের নামের অনাপত্তি সনদের জন্য	১,০০০ (এক হাজার) টাকা
৮।	দলিল/বিবরণীর মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার বিলম্ব ফি'র জন্য	২.০০ (দুই টাকা) টাকা প্রতি দিনের বিলম্ব ফি'র জন্য, তবে প্রত্যেক দলিলের জন্য সর্বোচ্চ ১,০০০ (এক হাজার) টাকা।

---

[১] তফসিলটি সংগঠন নিবন্ধন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩২ নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা প্রতাস্থাপিত ।